দ্বিতীয় অধ্যায়

স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং

পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি

- **স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং :** স্কাউট ও গার্ল গাইড বিশ্বব্যাপী একটি অরাজনৈতিক সমাজসেবামূলক যুব আন্দোলন। দুস্থ মানবতার সেবা, নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন, সুসমন্বিত শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, ধর্মীয় সহনশীলতা প্রভৃতি গুণাবলি অর্জনের সহায়ক শক্তি হিসেবে স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং আন্দোলন বিশ্বব্যাপী প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে।
- **স্কাউট ও গার্ল গাইডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :** রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ছিলেন স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২০ সালে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা গঠিত হয়। বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রধান কার্যালয় সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় অবস্থিত। ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল ঢাকায় দেশের স্কাউট নেতাদের এক সাধারণ সভায় বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি গঠিত হয়।
- **গার্ল গাইড কর্মসূচী :** গার্ল গাইডের আট দফা কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচিগুলো হলো– ১. চরিত্র গঠন, ২. নিজেকে জানা, ৩. সৃজনশীল ৰমতা অর্জন, ৪. পরস্পরকে জানা, ৫. সেবাব্রতে প্রস্তুত থাকা, ৬. গৃহকর্মে নিপুণতা অর্জন, ৭. বাইরের জগৎ থেকে আনন্দ লাভ, ৮. শারীরিক উপযুক্ততা লাভ।
- **উপদল পদ্ধতি :** ছয় থেকে আটজন স্কাউট ও গাইড নিয়ে একটি উপদল গঠিত হয়। উপদল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রত্যেক উপদল থেকে দৰ উপদল নেতা নিয়োগ করা হয়। প্রত্যেক উপদলের আলাদা নাম, চিহ্ন, পরিচয়ের ডাক এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্থান থাকে।
- **দক্ষতা ব্যাজ ও গাইড নৈপুণ্যসূচক ব্যাজ :** দৰতা ব্যাজ প্রদান করা হয় নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের উপর দৰতা অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূ প। দৰতা ব্যাজ হলো চারটি– ১. সদস্য ব্যাজ, ২. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ, ৩. প্রোগ্রেস ব্যাজ ও ৪. সার্ভিস ব্যাজ।
- **গাইড নৈপুণ্যসূচক ব্যাজ :** ১. রাঁধুনী, ২. ঘর কন্যা, ৩. প্রাথমিক চিকিৎসা, ৪. মালিনী, ৫. স্বাস্থ্য প্রতীক, ৬. গৃহনিপুনা, ৭. অতিথি সেবিকা, ৮. বুনন প্রতীক, ৯. রজকী, ১০. সূচী শিল্পী, ১১. হাঁস–মুরগী পালন, ১২. শুশ্রূষাকারী, ১৩. সেলাই, ১৪. কৃষি, ১৫. স্যানিটেশন, ১৬. ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপী।
- **পারদর্শিতা ব্যাজ :** বিভিন্ন বিষয়ের উপর পারদর্শিতা অর্জনের স্বীকৃতি প্রদানের নিদর্শন হলো পারদর্শিতা ব্যাজ। বর্তমানে বিশেষ তিনটি ব্যাজ গ্রুপসহ মোট ১৩টি গ্রুপে পারদর্শিতা ব্যাজের সংখ্যা ১২৬টি।
- **প্রাথমিক চিকিৎসা/প্রতিবিধান :** প্রাথমিক চিকিৎসা বা প্রতিবিধান চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি অংশ। যেকোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রথম শুশ্রূ ষা এবং সংৰিপ্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা/প্রতিবিধান বলা হয়।

অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. 'দি ব্লু বার্ড বুক' বইটি কাদের জন্য লেখা?
ক হলদে পাখি ● গার্ল গাইড
গ বয়েজ স্কাউট ঘ রোভার স্কাউট

২. বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রধান কার্যালয় কোথায়?
ক লন্ডন ● জেনেভা গ ঢাকা ঘ নয়াদিলরী

৩. গার্ল গাইডের প্রতিষ্ঠাতা কে?
● লর্ড ব্যাডেন পাওয়াল খ লেডি ব্যাডেন পাওয়াল
গ এগনেস ঘ হেনরী ভোনাস্ট

৪. উপদল পদ্ধতির সুবিধা কী?
i. কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হয়
ii. স্কাউট স্তর চিহ্নিত করা যায়
iii. সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. উপদল পতাকায় পাট কোন রঙ নির্দেশ করে?
ক সবুজ খ হলুদ গ লাল ● সাদা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
এস. আর বিদ্যালয়ের স্কাউট গ্রুপের ছাত্ররা বার্ষিক তাবুঁবাস, জাম্বুরী ও সকল স্কাউট কার্যক্রমে অংশ নেয়। প্রতি বছরই তারা বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কার লাভ করে। তবে জি. এম বিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্কাউট কার্যক্রমে নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু এস. আর বিদ্যালয়ের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে জি. এম বিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্কাউট কার্যক্রমে সক্রিয় হয়ে উঠে এবং বিভিন্ন বিষয়ে অংশ নেয়।

৬. এস. আর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কোনটিতে পারদর্শিতা অর্জন করেছে?
ক প্রাথমিক প্রতিবিধান ● গ্যাজেট তৈরি
গ টেন্ডারফুট ব্যাজ তৈরি ঘ স্যানিটেশন

৭. জি.এম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কোনটিতে সক্রিয় হয়ে উঠে?
ক সেলাই খ কৃষি গ স্যানিটেশন ● ল্যাশিং

৮. গ্যাজেট কী?
ক বিভিন্ন গেরো সম্পর্কে জানা
খ কয়েকটি বাঁশকে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা
● বাঁশ দিয়ে আসবাবপত্র রাখার ব্যবস্থা করা
ঘ কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা করা

৯. উপদল পতাকায় সাদা রঙ কী নির্দেশ করে?
ক তারবণ্যের উদ্দীপনা খ সোনলী আঁশ
গ নতুন সূর্যোদয় ● ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন

১০. গার্ল গাইডের উদ্দেশ্য কী?
ক নিজেকে বড় মনে করা খ নিজের আর্থিক সুবিধা লাভ করা
● সেবা করার জন্য তৈরি থাকা ঘ সহপাঠীদের বিরোধ মিমাংসা করা

অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

ভূমিকা ■ পৃষ্ঠা-১২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১. স্কাউট ও গার্ল গাইড কী? (জ্ঞান)
ক সমাজের সেবামূলক কিশোর আন্দোলন
খ অরাজনৈতিক আত্মসেবামূলক আন্দোলন
● অরাজনৈতিক সমাজসেবামূলক যুব আন্দোলন
ঘ রাজনৈতিক যুব আন্দোলন

১২. কে স্কাউট ও গার্ল গাইডের ধারণা প্রবর্তন করেন? [রংপুর জিলা স্কুল]
● লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল খ ডা. ফ্রেডিক এজমার্ক
গ ড. জেমস নেইসমিথ ঘ ড. জন হেনরি গ্রে

১৩. পাওয়েল কত সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্ল গাইড ধারণা প্রবর্তন করেন? [গভ: ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
ক ১৯০৭ খ ১৯০৮ ● ১৯১০ ঘ ১৯১২

১৪. পাওয়েল স্কাউট শাখার জন্য কোন বইটি প্রকাশ করেছেন? (জ্ঞান)
● স্কাউটিং ফর বয়েজ খ দি বু-বার্ড বুক
গ গার্ল গাইটিং ঘ ইয়ং স্কাউটিং

১৫. বাংলাদেশে কত সালে স্কাউটিং গার্ল গাইডিং এর কার্যক্রম শুরু হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৭১ ● ১৯৭২ গ ১৯৮৪ ঘ ১৯৯৫

১৬. স্কাউট গার্ল গাইড একটি সমাজ সেবামূলক যুব আন্দোলন। নৈতিক মূল্যবোধ উনয়নের ক্ষেত্রে এটি কিরূপ শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে? (উচ্চতরদৰতা)
ক মূলশক্তি খ চালিকাশক্তি
● সহায়ক শক্তি ঘবিপরীত শক্তি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭. লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবর্তন করেন– (অনুধাবন)
i. স্কাউটিং ধারণা
ii. গার্ল গাইড ধারণা
iii. প্রাথমিক চিকিৎসার ধারণা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. গার্ল গাইড আন্দোলনের জন্য পাওয়েল লিখেছেন– (অনুধাবন)
i. গার্ল গাইডিং
ii. দি বু-বার্ড বুক
iii. স্কাউটিং ফর বয়েজ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. সপ্তম শ্রেণিতে ওঠার পর শিশু গার্ল গাইডে যোগ দেয়। এই সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিলে শিশু যেসব গুণাবলি অর্জন করতে পারবে– (প্রয়োগ)
i. ধর্মীয় সহনশীলতা
ii. নৈতিক মূল্যবোধ
iii. সুসমন্বিত মানসিক বিকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ-১ : স্কাউট ও গার্ল গাইডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কর্মসূচি ■ পৃষ্ঠা-১২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০. স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে? [চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃ বিদ্যালয়]
ক লর্ড ক্যারন ● লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল
গ লর্ড লরেন্স ঘ লর্ড সিম্যান্স

২১. লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ১৮৪৮ খ ১৮৭৪ ● ১৮৫৭ ঘ ১৯২০

২২. লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? [জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক জাপানে খ প্যারিসে ● ইংল্যান্ডে ঘ আমেরিকায়

২৩. লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল সারাবিশ্বে স্কাউট আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার মূল লক্ষ্য কী ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
● বালকদের চারিত্রিক গুণাবলি উন্নয়ন
খ বালকদের আত্মসেবায় উদ্বুদ্ধ করা
গ বালকদের বাইরের জগতের আনন্দ দেওয়া
ঘ বালকদের সমাজসেবায় উৎসাহিত

২৪. বিশ্ব স্কাউট সংস্থা গঠিত হয় কত সালে? [কুমিল্লা জিলা স্কুল]
ক ১৯০৭ খ ১৯১২ গ ১৯১৭ ● ১৯২০

২৫. সুইজারল্যান্ডের রাজধানীর নাম কী? (জ্ঞান)
ক ভিয়েনা ● জেনেভা গ নাইরোবি ঘ লন্ডন

২৬. স্কাউট আন্দোলনে লক্ষ্য কোনটি? (অনুধাবন)
● স্কাউটকে আদর্শ মানুষে রূ পান্তর করা
খ স্কাউটকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা
গ স্কাউটের সুন্দর জীবন নিশ্চিত করা
ঘ স্কাউটকে সমাজ সেবায় উৎসাহিত

২৭. কত সালে পূর্ব বঙ্গ স্কাউট সমিতি গঠন করা হয়? (জ্ঞান)
ক ১৮৫৭ ● ১৯৪৮ গ ১৯৭২ ঘ ১৯৭৪

২৮. কত সালে বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি গঠিত হয়? [কুমিল্লা জিলা স্কুল]
● ১৯৭২ খ ১৯৭৩ গ ১৯৭৪ ঘ ১৯৭৫

২৯. বিশ্ব স্কাউট সংস্থা কখন বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতিকে সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল ● ১৯৭৪ সালের ১ জুন
গ ১৯৭৮ সালের ১৮ জুন ঘ ১৯৮৪ সালের ১০ সেপেম্বর

৩০. বাংলাদেশ স্কাউট বিশ্ব স্কাউট সংস্থার কততম সদস্য? (জ্ঞান)
ক ৯৭ খ ১০২ ● ১০৫ ঘ ১২১

৩১. কখন বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতির নাম বদল করে 'বাংলাদেশ স্কাউট, রাখা হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল খ ১৯৭৪ সালের ১ জুন
● ১৯৭৮ সালের ১৮ জুন ঘ ১৯৮৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর

৩২. বাংলাদেশ স্কাউট এর প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
● কাকরাইল, ঢাকা খ বেইলি রোড, ঢাকা
গ পান্থপথ, ঢাকা ঘ মৌচাক, গাজীপুর

৩৩. স্কাউটের জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক কাকরাইল খ বেইলি রোড
● মৌচাক ঘ কোনাবাড়ি

৩৪. পাওয়েল গাইডিং আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব কাকে প্রদান করেন?
ক হেনরি ● এগনেস
গ এজমার্ক ঘ মার্লিন পাওয়েল

৩৫. গাইডিং মেয়েদেরকে কীভাবে সহায়তা করে? (অনুধাবন)
ক আত্মসেবামূলক কাজের শিৰা দেয়
● ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে
গ দায়িত্বশীল মেয়েতে রূ পান্তর করে
ঘ ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে

৩৬. গাইডিং কর্মসূচির মাধ্যমে গাইডরা নিজেদেরকে কীভাবে গড়ে তোলে? (জ্ঞান)

ক উপযুক্ত ছাত্রী ● উপযুক্ত নাগরিক
গ কাঙ্ক্ষিত নাগরিক ঘ দৰ নাগরিক

৩৭. মিতু এখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। ভবিষ্যতে একজন চরিত্রবান আদর্শ মানুষে পরিণত হতে তাকে কোন সংস্থা সাহায্য করবে? (প্রয়োগ)
ক স্কাউটিং ● গার্ল গাইডিং
গ রেড ক্রিসেন্ট ঘ বিবিএস

৩৮. বাবলি গৃহকর্মে নিপুণতা অর্জন করতে চায়। কোন ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সে তাই এই ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে? (প্রয়োগ)
ক শরীরচর্চা খ স্কাউটিং
● গার্ল গাইডিং ঘ প্রাত্যহিক সমাবেশে

৩৯. গার্ল গাইডদের কর্মসূচি কয় দফা? (জ্ঞান)
ক চার খ পাঁচ ● আট ঘ এগারো

৪০. বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের গার্ল গাইডিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা উচিত। কেননা এ ধরনের কার্যক্রম তাদেরকে সাহায্য করবে— (উচ্চতর দক্ষতা)
ক দেশ গঠনে খ বিশ্বকে জানতে
● সৃজনশীল ৰমতা অর্জনে ঘ দায়িত্বশীল নাগরিক হতে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪১. স্কাউটটিং কার্যক্রম বালকদের সাহায্য করে— (অনুধাবন)
i. আত্মনির্ভরতা অর্জনে
ii. সুন্দর জীবন গঠনে
iii. আধুনিক জীবন যাপনে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪২. গাইডিং মেয়েদেরকে—
i. ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে
ii. সামাজিক চেতনাবোধ বৃদ্ধি করে
iii. দায়িত্বশীল নাগরিক হবার শিৰা দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৩. গার্ল গাইড কর্মসূচি হলো—
i. চরিত্র গঠন
ii. নিজেকে জানা
iii. গৃহকর্মে নিপুণতা অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৪. সপ্তম শ্রেণিতে ওঠার পর নীলা গার্ল গাইডে যোগ দেয়। এই সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি তাকে সাহায্য করবে– (প্রয়োগ)
i. সুমাতা হতে
ii. সুনাগরিক হতে
iii. নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৫ ও ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সপ্তম শ্রেণিতে ওঠার পর সাথী গার্ল গাইড কর্মসূচিতে অংশ নেয়। এই কর্মসূচি তাকে দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে।

৪৫. সাথী যে কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে তা তাকে সাহায্য করবে– (প্রয়োগ)
i. ব্যক্তিত্ব গুণাবলি বিকাশে
ii. চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধনে
iii. যুব সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৬. উক্ত কর্মসূচিকে এগারনেস জনপ্রিয় করে তুলে ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
ক স্কাউটিং থেকে গাইডিং কর্মসূচি আলাদা করে
খ আন্দোলনে নতুন নতুন কর্মসূচি যোগ করে
● তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে
ঘ গণমাধ্যমগুলোতে গাইডিংয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে

পাঠ-২ : উপদল (পেট্রোল) ও ব্যাজ পদ্ধতি ■ পৃষ্ঠা-১৩

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৭. স্কাউট ও গাইডদের সকল কাজ কোন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়? (জ্ঞান)
ক ব্যাজ ● উপদল
গ উপনেতা ঘ স্কোয়ার

৪৮. কতজন স্কাউট ও গাইড নিয়ে উপদল গঠিত হয়?
ক ৩–৫ ● ৬–৮
গ ৮–১০ ঘ ১০–১২

৪৯. ছেলেমেয়েদের সচেতন করার জন্য উত্তম পন্থা কোনটি? (জ্ঞান)
ক দল পদ্ধতি ● উপদল পদ্ধতি
গ ব্যাজ পদ্ধতি ঘ স্কোয়ার পদ্ধতি

৫০. পাওয়েল সর্বপ্রথম কোথায় উপদল পদ্ধতি চালু করেন? (জ্ঞান)
ক ইংল্যান্ডে খ সুইজারল্যান্ডে
● ভারতে ঘ মিসরে

৫১. স্কাউট ও গাইডদের সকল কাজ যে বিশেষ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তার মূল উদ্দেশ্য কী? (উচ্চতর দৰতা)
ক ছেলেমেয়েদের সেবাব্রতে প্রস্তুত করে তোলা
খ ছেলেমেয়েদের বাইরে জগৎ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া
● ছেলেমেয়েদের নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা
ঘ ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা

৫২. উপদল পতাকা দেখতে কেমন? [কুমিল্লা জিলা স্কুল]
● ত্রিকোণাকার সাদা খ ত্রিকোণাকার নীল
গ চতুর্ভুজাকার সাদা ঘ চতুর্ভুজাকার নীল

৫৩. উপদল পতাকায় কিসের মুখমন্ডল আঁকা থাকে? (জ্ঞান)
● পাখির খ মাছের
গ বাঘের ঘ সিংহের

৫৪. সাগর একটি উপদল পতাকা তৈরি করতে চায়। এক্ষেত্রে সে কোন মাপটি ব্যবহার করবে? (প্রয়োগ)
ক ১০ সেন্টিমিটার × ৬ সেন্টিমিটার
খ ১০ সেন্টিমিটার × ৬ সেন্টিমিটার
● ৩০ সেন্টিমিটার × ২০ সেন্টিমিটার
ঘ ১০ সেন্টিমিটার × ২০ সেন্টিমিটার

৫৫. টেন্ডারফুট ব্যাজে মোট কয়টি রং থাকে? (জ্ঞান)
ক দুই খ তিন
● চার ঘ পাঁচ

৫৬. আমাদের দেশের জাতীয় পতাকা থেকে টেন্ডারফুট ব্যাজে কোন রং নেওয়া হয়েছে? (জ্ঞান)
ক লাল ● সবুজ
গ হলুদ ঘ সাদা

৫৭. টেন্ডারফুট ব্যাজের হলুদ রং কোথা থেকে নেয়া হয়েছে? (জ্ঞান)
● সোনালী আঁশ খ নতুন সূর্য
গ সোনালী ধান ঘ উজ্জ্বল দিন

৫৮. টেন্ডারফুট ব্যাজে কী বলে? (জ্ঞান)
ক সদস্য ব্যাজ ● প্রতিজ্ঞা ব্যাজ
গ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ ঘ সার্ভিস ব্যাজ

৫৯. দক্ষতা ব্যাজ কয়টি? (জ্ঞান)

ক দুই খ তিন
● চার ঘ পাঁচ

৬০. কোন ব্যাজ স্কাউট শার্টের বাম পকেটের মাঝখানে সেলাই করে পরতে হয়? (জ্ঞান)
● সদস্য ব্যাজ খ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ
গ প্রোগ্রেস ব্যাজ ঘ সার্ভিস ব্যাজ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬১. উপদল নেতা নিয়োগ করা হয়– (অনুধাবন)
i. উপদল পতাকা বহনের জন্য
ii. উপদল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
iii. উপদলের সদস্যদের কাজে সাহায্য করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬২. উপদল পদ্ধতিতে প্রত্যেক উপদলের– (অনুধাবন)
i. আলাদা পতাকা থাকে
ii. আলাদা নাম ও চিহ্ন থাকে
iii. কার্যক্রম পরিচালনার আলাদা স্থান থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৩. ছেলেমেয়েদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাওয়েলের উদাবিত পন্থা অবলম্বন করলে ছেলেমেয়েরা– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আত্মনির্ভরশীল হয়
ii. নিজ পরিবার সম্পর্কে দায়িত্বশীল হয়
iii. নিজ সমাজ সম্পর্কে দায়িত্বশীল হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৪. স্কাউটদের উপদল পাতাকা হবে– (অনুধাবন)
i. ত্রিকোণাকার
ii. সবুজ জমিনবিশিষ্ট
iii. প্রাণী/পাখির মুখমণ্ডল অঙ্কিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৫. টেন্ডারফুট ব্যাজে ব্যবহৃত সবুজ রং এর অর্থ– (অনুধাবন)
i. মমতা
ii. সজিবতা
iii. তারুণ্যের উদ্দীপনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৬. টেন্ডারফুট ব্যাজ পরার ক্ষেত্রে যে শর্তগুলো প্রযোজ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. টেন্ডারফুট পরীক্ষায় পাস করা
ii. নির্দিষ্ট কাজে পারদর্শী হওয়া
iii. ফুল ইউনিফর্ম পরিহিত থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৭. আজিজুল নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের উপর দক্ষতা অর্জন করেছে। এরূপ দক্ষতা অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে দেয়া হবে– (প্রয়োগ)
i. সদস্য ব্যাজ
ii. প্রোগ্রেস ব্যাজ
iii. পারদর্শিতা ব্যাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৮ ও ৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আরিফ তাদের স্কুলের একটি স্কাউট দলের উপনেতা। নেতা হিসেবে তাকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। দায়িত্ব পালনের সময় সে যে শার্টটি পরে তার বাম হাতের ভাঁজের ওপর কনুই ও কাঁধের মাঝখানে একটি ব্যাজ সেলাই করা আছে।

৬৮. আরিফকে উপদল নেতা নিয়োগ করার সময় বিবেচনায় আনা হয়েছে– (প্রয়োগ)
i. তার দক্ষতা
ii. তার উচ্চতা
iii. তার নেতৃত্বদানের ক্ষমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৯. আরিফের পরিহিত ব্যাজটি থেকে— (উচ্চতর দৰতা)
ক তাকে দল নেতা হিসেবে চেনা যায়
● সে কোন স্তরের স্কাউট তা শনাক্ত করা যায়
গ সে কোন শ্রেণিতে পড়ে তা শনাক্ত করা যায়
ঘ সে কোন পদ্ধতিতে কাজ করে তা বোঝা যায়

পাঠ-৩ : পাইওনিয়ারিং, ল্যাশিং ও টেন্ডারফুট গিরা ■
পৃষ্ঠা-১৫

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭০. তাবুতে বসবাসের জন্য গাছের ডাল বা বাঁশ দিয়ে তৈরি আসবাবপত্র রাখার ব্যবস্থাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক ল্যাশিং ● গ্যাজেট গ পাইওনিয়ারির ঘ ফ্রাপিং

৭১. দু– তিনটা বাঁশকে একত্রে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক পাইওনিয়ারিং খ পোল ● ল্যাশিং ঘ বান্ডিং

৭২. স্কাউটদের প্রাথমিক পর্যায়ে কয় প্রকার ল্যাশিংয়ের প্রয়োজন হয়? [হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক দুই খ তিন ● চার ঘ পাঁচ

৭৩. আসলাম একটি বাঁশের ওপর আরেকটি বাঁশ আড়াআড়িভাবে রেখে শক্ত করে বাঁধার জন্য পেঁচ দেয়। এটিকে কী বলে? [হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
● স্কোয়ার ল্যাশিং খ ফিগার ল্যাশিং
গ পোল ল্যাশিং ঘ শিয়ার ল্যাশিং

৭৪. স্কোয়ার ল্যাশিং –এ খাড়াভাবে থাকা বাঁশটিকে কী বলে? (জ্ঞান)
● পোল খ বার গ ফ্রাপিং ঘ ফিগার

৭৫. স্কোয়ার ল্যাশিং বাঁধার জন্য বাঁশের টুকরা দুটোকে কীভাবে রাখতে হয়? (অনুধাবন)
ক আড়াআড়িভাবে খ কোণাকুণিভাবে
● গুণন চিহ্নের মতো ঘ সোজাসুজি করে

৭৬. দুই দন্ডের মাঝখানের দড়িকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে পেঁচানোকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক ল্যাশিং খ পাইওনিয়ারিং গ পোল ● ফ্রাপিং

৭৭. ফ্রাপিং শক্ত করা প্রয়োজন কেন? (অনুধাবন)
● ল্যাশিং মজবুত করার জন্য খ ল্যাশিং নমনীয় করার জন্য
গ ল্যাশিং সহজে খোলার জন্য ঘ ল্যাশিং দুর্বল করার জন্য

৭৮. একটি দন্ডকে আরেকটি দন্ডের ওপর কোণাকুণিভাবে রেখে দড়ি দিয়ে পেঁচ দেয়াকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক স্কোয়ার ল্যাশিং ● ডায়াগোনাল ল্যাশিং
গ পোল এন্ড শেয়ার ল্যাশিং ঘ ফিগার অব এইট ল্যাশিং

৭৯. ডায়াগোনাল ল্যাশিংয়ে বাঁধা দুইটি দন্ডকে কিরূপ দেখায়? (অনুধাবন)
● যোগ চিহ্নের মতো খ গুণ চিহ্নের মতো
গ ক্রুশ চিহ্নের মতো ঘ পথ নির্দেশক চিহ্নের মতো

৮০. ফ্রাপিং দিতে কয় পেঁচ দিতে হয়? (জ্ঞান)
● ৩/৪ খ ৪/৫ গ ৭/৮ ঘ ৯/১০

৮১. ডায়াগোনাল ল্যাশিং বাঁধতে চাইলে রোমানকে কোন গেরো ব্যবহার করতে হবে? (প্রয়োগ)

ক ডাক্তারি ● বড়শি গ জীবন রক্ষা ঘ গুঁড়িটানা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮২. পাইওনিয়ারিং বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. দড়ির বিভিন্ন গেরো সম্পর্কে জানা
ii. দড়ির বিভিন্ন গেরো বাস্তবে প্রয়োগ করা
iii. দড়ির বিভিন্ন গেরোর উপর ডিগ্রি লাভ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৩. গ্যাজেট তৈরিতে রাইমা ব্যবহার করতে পারবে– (প্রয়োগ)
i. বাঁশ
ii. রড
iii. গাছের ডাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৪. পাইওনিয়ারিং–এ অন্তর্ভুক্ত হলো– [সরকারি অগ্রগামী বালিকা বিদ্যালয়, সিলেট]
i. ফ্যায়ারম্যান চেয়ার নট
ii. ডবল শিটবেন্ড
iii. সিঙ্গেল শিটবেন্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৫. পাইওনিয়ারিং–এর মাধ্যমে জানা যায়—
[সরকারি অগ্রগামী বালিকা বিদ্যালয়, সিলেট]
i. পেঁচের সাহায্যে শিয়ার লেগ তৈরি
ii. পতাকার দন্ড তৈরি
iii. ল্যাপিং করার পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৬. সাধারণত ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়— (অনুধাবন)
i. ঘর তৈরিতে
ii. গ্যাজেট তৈরিতে
iii. গাছে ঠেকা দিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ-৪ : পোল এন্ড শিয়ার ও ফিগার আর এইট ল্যাশিং ■ পৃষ্ঠা-১৭

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৭. পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিংকে অনেকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক পোল ল্যাশিং ● শিয়ার ল্যাশিং
গ স্কোয়ার ল্যাশিং ঘ ডায়াগোনাল ল্যাশিং

৮৮. দুটি বাঁশকে একত্রে বাঁধার জন্য যে পেঁচ দেয়া হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক ফিগার অব এইট ল্যাশিং ● পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং
গ ডায়াগোনাল ল্যাশিং ঘ স্কোয়ার ল্যাশিং

৮৯. যখন দুইটি বাঁশ বা দন্ডকে মাথার দিকে একত্রে বেঁধে তাকে পায়া হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক পোল ● শিয়ার লেগ
গ স্কোয়ার লেগ ঘ ফিগার লেগ

৯০. যখন একটি বাঁশ বা দন্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের সাথে একত্রে বেঁধে লম্বা করা হয় তখন তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● পোল খ শিয়ার
গ ফিগার ঘ স্কোয়ার

৯১. পোল ল্যাশিং বাঁধতে কোন গেরো ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
ক পাল খ তাঁবু ● বড়শি ঘ গুঁড়িটানা

৯২. দুই দন্ডের মাঝখানের দড়িকে চলমান অংশ দিয়ে পেঁচানোকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক ল্যাশিং ● ফ্রাপিং
গ পোল ঘ শিয়ার লেগ

৯৩. রাহাত ফিগার অব এইট ল্যাশিং বাঁধা শিখতে চায়। এজন্য তার কয়টি দন্ড প্রয়োজন? (প্রয়োগ)
ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

৯৪. ফিগার অব এইট ল্যাশিংয়ে দুটি দন্ডকে একত্রে কীভাবে বাঁধতে হবে? (অনুধাবন)
ক ফ্রাপিং–এর মাধ্যমে ● বড়শি গেরো দিয়ে
গ পোলের মাধ্যমে ঘ আড়াআড়ি করে

৯৫. ট্রিপট তৈরি করার জন্য কোন ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
ক স্কোয়ার ল্যাশিং খ ডায়াগোনাল ল্যাশিং
● ফিগার অব এইট ল্যাশিং ঘ পোল অ্যান্ড শিয়ার ল্যাশিং

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৬. শিয়ার লেগ ও পোল করার জন্য– (অনুধাবন)
i. ফ্রাপিং দিতে হয়
ii. একই ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়
iii. বড়শি গেরো ব্যবহার করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৭. পোল ও ট্রিপট তৈরির যেসব ক্ষেত্রে মিল রয়েছে– (অনুধাবন)
i. তিনটি দন্ড বা বাঁশ ব্যবহার করা হয়
ii. ল্যাশিং বাঁধতে বড়শি গেরো দিতে হয়
iii. ল্যাশিং মজবুত করতে ফ্রাপিং দিতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ-৫ : প্রাথমিক চিকিৎসা/প্রতিবিধান

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৮. রক্তের রং লাল দেখায় কেন? [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
● হিমোগ্লোবিনের কারণে খ অক্সিজেনের কারণে
গ নাইট্রোজেনের কারণে ঘ আয়োডিনের কারণে

৯৯. প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে কোনো দৈব দুর্ঘটনায়— (অনুধাবন)
ক রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা
● রোগীকে প্রাথমিকভাবে সাহায্য করা
গ রোগীর চূড়ান্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
ঘ রোগীকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলা

১০০. রাবিতার মুখের ভেতরে রক্তপাত হচ্ছে। রক্তপাত বন্ধ করতে সে কী করবে? (প্রয়োগ)
● বরফ চুষবে খ মাথায় পানি দিবে
গ গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করবে ঘ ঘাড়ের পেছনে ঠান্ডা কমপ্রেস দিবে

১০১. শরীরের কোনো অংশ কেটে রক্তপাত শুরু হলে কী করতে হয়? (অনুধাবন)
ক বরফ চুষতে হয়
● ব্যান্ডেজ করতে হয়
গ নাকের সামনে ঠান্ডা কমপ্রেস দিতে হয়
ঘ ঘাড়ে পেছনে ঠান্ডা কমপ্রেস দিতে হয়

১০২. নাকের সামনে ও ঘাড়ের পিছনে ঠান্ডা কমপ্রেস দিতে হবে কখন?
[সরকারি করোনেশন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা]
ক মুখ দিয়ে রক্ত পড়লে ● নাক দিয়ে রক্ত পড়লে
গ হাত দিয়ে রক্ত পড়লে ঘ পিঠ দিয়ে রক্ত পড়লে

১০৩. নাক দিয়ে রক্ত পড়া রোগীকে কী করতে হবে?
[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃবিদ্যালয়]
● বসিয়ে মাথা পেছনের দিকে হেলিয়ে রাখতে হবে

(খ) বসিয়ে মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখতে হবে
(গ) রোগীকে শুইয়া রাখতে হবে
(ঘ) রোগীকে কাত করে রাখতে হবে

১০৪. সাধারণত কয়টি উৎস থেকে রক্তপাত হয়? (জ্ঞান)
(ক) দুই ● তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

১০৫. শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে স্রোতের ন্যায় রক্তপাত হয়? (জ্ঞান)
(ক) ধমনি (খ) শিরা (গ) উপশিরা ● কৈশিক নালি

১০৬. গলগল করে রক্ত বের হয় কোনটি দিয়ে? [মাইলস্টান কলেজ, ঢাকা]
(ক) কৌশিক নালি (খ) রক্তনালি
● শিরা (ঘ) ধমনি

১০৭. শরীরের কোন উৎস থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়?
● ধমনি (খ) শিরা (গ) উপ-শিরা (ঘ) নালি

১০৮. দুর্ঘটনায় বেশির ভাগ রক্তপাত হয় কোথা থেকে? (জ্ঞান)
(ক) শিরা (খ) ধমনি
● কৈশিক নালি (ঘ) উপশিরা

১০৯. বেশি রক্তপাত হলে কী ব্যবহার করতে হয়? [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) বরফ (খ) ব্যান্ডেজ (গ) ডেটল ● টুর্নিকেট

১১০. টুনিকেট অর্থ কী? (জ্ঞান)
(ক) প্রাথমিক বাঁধনকে ঢিলে করা
● প্রাথমিক বাঁধনকে ঘুরিয়ে শক্ত করা
(গ) প্রাথমিক চিকিৎসায় রক্তপাত বন্ধ করা
(ঘ) প্রাথমিক চিকিৎসা রোগীকে সুস্থ করা

১১১. বিদ্যুৎ প্রবাহ বা কারেন্ট কয় ধরনের? (জ্ঞান)
● দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

১১২. ডিসি কারেন্ট কী করে? [খুলনা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) বিকর্ষণ করে ● ধাক্কা মারে
(গ) আকর্ষণ করে (ঘ) কাছে টানে

১১৩. কোন কারেন্ট বেশি মারাত্মক? (জ্ঞান)
● AC (খ) DC (গ) CC (ঘ) IC

১১৪. বিদ্যুৎ সংক্রান্ত দুর্ঘটনা আরও মারাত্মক হয় কোন উপাদানে? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
(ক) শুকনা কাপড়ে (খ) শুকনা কাঠে
● ভিজা কাপড়ে (ঘ) শুকনা বাঁশে

১১৫. কেউ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে কী করতে হবে? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
(ক) মেইন সুইচ চালু করতে হবে
(খ) ভেজা কাঠ দিয়ে ধাক্কা দিতে হবে
(গ) গায়ে ঠান্ডা পানি ঢালতে হবে
● শুকনা কাপড় হাতে জড়িয়ে ধাক্কা দিতে হবে

১১৬. শরীরের আহত স্থান বিবর্ণ হয়ে লাল আকার ধারণ করা কিসের লক্ষণ? (জ্ঞান)
● মচকানো (খ) বিদ্যুৎস্পৃষ্টতা
(গ) বৈদ্যুতিক শক্তি (ঘ) রক্তপাত

১১৭. মচকানোর লক্ষণ কোনটি? (অনুধাবন)
● সন্ধিস্থল ফুলে যাবে (খ) গলগল করে রক্তে বের হবে
(গ) ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হবে (ঘ) অল্প অল্প করে রক্ত বের হবে

১১৮. খেলতে গিয়ে হঠাৎ করে শামীমের পা মচকে গেল। সে এখন কী করবে? (প্রয়োগ)
(ক) আহত স্থান ঘন ঘন নাড়বে
(খ) আহত স্থানে গরম পানি লাগবে
● আহত স্থানে ব্যান্ডেজ প্রয়োগ করবে
(ঘ) আহত জায়গা কেটে রক্ত বের করবে

১১৯. পাগলা কুকুরের মুখের লালায় কোন রোগের জীবাণু থাকে? [খুলনা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) কলেরা ● জলাতংক (গ) ধনুষ্টংকার (ঘ) পাগলারোগ

১২০. সাপ কামড় দিলে কামড়ের উপর অংশ শক্ত করে ৩০ মিনিটের বেশি বাঁধা থাকলে নিচের অংশ কী হতে পারে? [তোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) ফুলে যেতে পারে (খ) অবশ হয়ে যেতে পারে
(গ) অসম্ভব যন্ত্রণা হতে পারে ● পচন ধরতে পারে

১২১. সাপে কামড়ালে দংশিত স্থান কতক্ষণের বেশি বেঁধে রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক? (উচ্চতর দক্ষতা)
(ক) ৫ মিনিট (খ) ১০ মিনিট (গ) ২০ মিনিট ● ৩০ মিনিট

১২২. কানে পোকামাকড় ঢুকে গেলে কী দিতে হবে? [মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● সরিষার তেল (খ) তিলের তেল
(গ) মধু (ঘ) পানি

১২৩. দেহের স্নায়ুতন্ত্রের কাজের বিঘ্ন ঘটলে কী হয়? [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) মানুষ মারা যায় ●মানুষ জ্ঞান হারায়
(গ) ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয় (ঘ) বিষক্রিয়া দেখা দেয়

১২৪. দেহের কোন অঙ্গের কাজে বিঘ্ন ঘটলে রোগীর জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়? (জ্ঞান)
(ক) হৃৎপিন্ডের ● স্নায়ুতন্ত্রের (গ) ফুসফুস (ঘ) মেরুমজ্জা

১২৫. সামিয়া খেলার সময় মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তাকে সুস্থ করার জন্য কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে? (প্রয়োগ)
(ক) তাকে বন্ধ ঘরে নিয়ে যেতে হবে
(খ) তাকে মোটা কাপড়ে জড়িয়ে ধরতে হবে
(গ) তাকে কোনো উত্তেজক পানীয় পানি করাতে হবে
● তার চোখে মুখে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দিতে হবে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৬. প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. রোগীকে প্রাথমিকভাবে সাহায্য করা
ii. রোগীর অবস্থার যাতে অবনতি না ঘটে সে ব্যবস্থা করা
iii. হাসপাতালে নিয়ে রোগীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৭. প্রাথমিক চিকিৎসা আকস্মিক দুর্ঘটনায়– (অনুধাবন)
i. প্রথম শ্রবশূষা
ii. সংৰিপ্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা
iii. রোগীকে সুস্থ করার চূড়ান্ত ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৮. শরীরের কোনো অংশে আঘাত পেলে রক্তক্ষরণ হতে পারে– (অনুধাবন)
i. গলগল করে
ii. ফিনকি দিয়ে
iii. একটানা স্রোতের ন্যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১২৯. রক্তপাতের প্রাথমিক চিকিৎসা হলো– (অনুধাবন)
i. আহত অঙ্গ বারবার নাড়ানো
ii. ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধা
iii. ৰতস্থান ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩০. আঘাতজনিত কারণে রোহানের নাক দিয়ে রক্তপড়া শুরু হলে সে– (প্রয়োগ)
i. তৎক্ষণাৎ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বে
ii. ঘাড়ের পিছনে ঠান্ডা কমপ্রেস দিবে
iii. নাকের ছিদ্র পথে তুলা দিয়ে রাখবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩১. কাকলীদের বাড়িতে মেইন সুইচ বন্ধ করতে বেশ সময় লাগে। তাদের বাড়িতে যদি কেউ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় তাহলে সে– (প্রয়োগ)

i. শুকনো কাঠ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে দিবে
ii. ঠান্ডা পানি এনে তার গায়ে ঢেলে দিবে
iii. দ্রুত চিকিৎসকের নিকট নিয়ে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩২. মচকানোর লক্ষণ হলো– (অনুধাবন)

i. সন্ধিস্থান ফুলে যাওয়া
ii. আহত স্থানে ব্যথা অনুভূত হওয়া
iii. আহত স্থান বিবর্ণ হয়ে নীল আকার ধারণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৩. মচকানোর প্রাথমিক চিকিৎসা হলো– (অনুধাবন)

i. আহত স্থানে বরফ লাগানো
ii. আহত স্থানে বেশি করে নাড়ানো
iii. আহত স্থানে ব্যান্ডেজ প্রয়োগ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৪. মিথিলা জলাতংক রোগে আক্রান্ত হতে পারে– (প্রয়োগ)

i. কুকুরে কামড়ালে
ii. ছুঁচোয় কামড়ালে
iii. বিড়ালে কামড়ালে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৫. চোখে কোনো রাসায়নিক পদার্থ পড়লে– (অনুধাবন)

i. চোখ কচলানো যাবে
ii. চোখে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দিতে হবে
iii. চোখ দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৬. মানুষ অজ্ঞান হতে পারে– (অনুধাবন)

i. রোগবশত
ii. দুর্ঘটনাজনিত কারণে
iii. তাপের তারতম্যজনিত কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i, ii খ i, iii গ ii, iii ● i, ii ও iii

১৩৭. সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় রাইমা হঠাৎ পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফিরার সাথে সাথে তাকে খেতে দিতে হবে– (প্রয়োগ)

i. চা
ii. কফি
iii. জুস

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩৮ ও ১৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিরন ও নাহিদ একদিন বাড়ির পাশে ক্রিকেট খেলতে গেলে হঠাৎ গর্তে বল পড়ে যাওয়ায় মিরন তা আনতে গেলে গর্তে থাকা সাপ তার হাতে কামড় দেয়। নাহিদ মিরনের হাত রশি দিয়ে বেঁধে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

১৩৮. নাহিদ রশি দিয়ে মিরনের কোন স্থান বেঁধে দিয়েছিল? (প্রয়োগ)

● কব্জির একটু উপরে খ কব্জির নিচে
গ কনুইতে ঘ কনুই ও কব্জির মাঝে

১৩৯. মিরনের হাত বাঁধার ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয় ii. বিষ ছড়াতে পারে না
iii. ব্যথা কমে আসে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ স্কাউট ও গার্ল গাইডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

উত্তর : স্কাউট ও গার্ল গাইড বিশ্বব্যাপী একটি অরাজনৈতিক সমাজসেবামূলক যুব আন্দোলন। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল এই স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। স্কাউটিং পদ্ধতিতে ইংল্যান্ডের বালকদের চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলির উন্নতি দেখে তিনি সারা বিশ্বে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেন। ১৯২০ সালে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা গঠিত হয়। বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রধান কার্যালয় সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় অবস্থিত। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ স্কাউট সমিতি গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এদেশের স্কাউট আন্দোলন এক নতুন রূ প নেয়। ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল ঢাকায় দেশের স্কাউট নেতাদের এক সাধারণ সভায় বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি গঠিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১ জুন বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতিকে বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে ১০৫ তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৮ সালের ১৮ জুন ৫ম কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতির নাম বদল করে। বাংলাদেশ স্কাউট রাখা হয়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কাকরাইলে এর প্রধান কার্যালয়। জেলা শহর গাজীপুরের অদূরে মৌচাকে স্কাউটের জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অবস্থিত।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদ গার্ল গাইড এ্যাসোসিয়েশনকে একটি জাতীয় সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আইন পাস করে। ১৯৭৩ সালে এই সংগঠন বিশ্ব গার্ল গাইড অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বেইলী রোডে গার্ল গাইডের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ গার্ল গাইডের কর্মসূচি সম্পর্কে লিখ।

[বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

উত্তর : গার্ল গাইড হলো বিশ্বব্যাপী একটি অরাজনৈতিক এবং সমাজসেবামূলক যুব আন্দোলন। এই আন্দোলন কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাদের কর্মসূচিগুলো হচ্ছে–

১. চরিত্র গঠন। ২. নিজেকে জানা।
৩. সৃজনশীল ক্ষমতা অর্জন। ৪. পরস্পরকে জানা।
৫. সেবাব্রতে প্রস্তুত থাকা। ৬. গৃহকর্মে নিপুণতা অর্জন।
৭. বাইরের জগৎ থেকে আনন্দলাভ। ৮. শারীরিক উপযুক্ততা লাভ।

উপরোক্ত কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে গার্ল গাইডের সদস্যরা নিজেদেরকে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলে। এগুলো সুমাতা, সুনাগরিক, স্রষ্টার প্রতি ভক্তি এবং অপরের মঙ্গলার্থে নিজের স্বার্থত্যাগের মনোবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। স্বাস্থ্যসম্মত ও আনন্দদায়ক কাজকর্মের মাধ্যমে গাইডিং মেয়েদের মানসিক গুণাবলি বিকাশ ও চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ উপদল পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল সর্বপ্রথম ভারতে উপদল পদ্ধতি চালু করেন। তারপর এই পদ্ধতি পৃথিবীর সব স্কাউট ও গাইড দলের মধ্যে প্রচলন করা হয়। উপদল পদ্ধতিতে ছয় থেকে আটজন স্কাউট ও গাইড নিয়ে একটি উপদল গঠিত হয়। উপদল কার্যক্রম পরিচালনা, উপদল পতাকা বহন ও উপদল সদস্যদের বিভিন্ন কাজে সাহায্যের জন্য প্রত্যেক উপদল থেকে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নেতৃত্বদানে সক্ষম স্কাউট/ গাইডকে নিয়ম মোতাবেক উপদল নেতা নিয়োগ করা হয়। উপদলের অন্য সদস্যদের বিভিন্ন দায়িত্ব থাকে। প্রত্যেক উপদলের আলাদা নাম, চিহ্ন, পরিচয়ের ডাক এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্থান থাকে। উপদলের বিভিন্ন কার্যাবলি পরিচালনার সুবিধার জন্য সবার নাম ঠিকানা এবং অন্য পরিচিতি মনে রাখতে হয়। মনে রাখার সুবিধার জন্য ডাইরি বা নোট বুকে সবার নাম ঠিকানা লিখে রাখতে হয়। আত্মনির্ভরশীল এবং নিজ পরিবার ও সমাজ সম্পর্কে দায়িত্বশীল হতে উপদল পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ টেন্ডারফুট ব্যাজ এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

[খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : টেন্ডারফুট ব্যাজ : টেন্ডারফুট ব্যাজের মোট চারটি রং থাকে যথা : সবুজ, হলুদ, লাল ও সাদা।

সবুজ : আমাদের দেশের জাতীয় পতাকার রং থেকে নেওয়া হয়েছে। এই রং এর অর্থ তারুণ্যের উদ্দীপনা, সজিবতা। এই রং আমাদের চারিপাশে গাছপালার মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

হলুদ : সোনালি আঁশ থেকে নেওয়া হয়েছে।

লাল : রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে যে নতুন সূর্যের উদয় হয়েছে এটা তার প্রতীক।

চারটি সাদা স্তবক : এর অর্থ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের চারটি মূলনীতি। বুদ্ধি, হাতের কাজ, স্বাস্থ্য ও সেবা। সাদা রঙের অর্থ পবিত্র, নির্মল ও ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন। গাইডও এই রঙের মতো পবিত্র, নির্মল ও একে অপরের ভগ্নি।

ত্রিপত্র : তিনটি পাপড়ি হলুদ রঙের অর্থ গাইডের প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশ।

ডাটা : এর অর্থ একতাবদ্ধ কাজ করা।

ঢেউ : স্নেহ, মায়া, মমতা ও ভালবাসা।

এই ব্যাজের উপর অন্য কোনো ব্যাজ লাগানো যাবে না টেন্ডারফুট ব্যাজকে প্রতিজ্ঞা ব্যাজ বলে। টেন্ডারফুট পরীক্ষায় পাস করার পর এবং দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার পর ফুল ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় শুধু এ ব্যাজ পরা যায়। শাড়িতে ব্যাজ লাগাতে অসুবিধা হলে ব্লাউজের কলারের বাম দিকে ব্যাজ লাগানো যায়। আর যদি টাই থাকে তাহলে টাইয়ের মাঝখানে ব্যাজ পরতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ দক্ষতা ব্যাজ কী? বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা ব্যাজ পরার নিয়ম লেখ।

উত্তর : দক্ষতা ব্যাজ প্রদান করা হয় নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের উপর দক্ষতা অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূ প। দক্ষতা ব্যাজ হলো চারটি–

১. সদস্যা ব্যাজ
২. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ
৩. প্রোগ্রেস ব্যাজ
৪. সার্ভিস ব্যাজ।

নিচে এই ব্যাজগুলো পরার নিয়ম বর্ণনা করা হলো :

১. **সদস্য ব্যাজ :** সদস্য ব্যাজ স্কাউট শার্টের বাম পকেটের মাঝখানে সেলাই করে পরতে হয়।

২. **স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ :** স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ শার্টের বাম হাতের ভাঁজের ওপর কনুই ও কাঁধের মাঝ খানে সেলাই করে পরতে হয়।

৩. **প্রোগ্রেস ব্যাজ :** প্রোগ্রেস ব্যাজ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজের স্থলে লাগাতে হয়।

৪. **সার্ভিস ব্যাজ :** সার্ভিস ব্যাজ প্রোগ্রেস ব্যাজ সরিয়ে তার স্থানে সেলাই করে পরতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ গাইড নৈপুণ্যসূচক ব্যাজের নামগুলো লেখ।

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

উত্তর : গাইড নৈপুণ্যসূচক ব্যাজগুলো হলো :

১. রাঁধুনী ২. ঘর কন্যা ৩. প্রাথমিক চিকিৎসা ৪. মালিনী ৫. স্বাস্থ্য প্রতীক ৬. গৃহনিপুনা ৭. অতিথি সেবিকা ৮. বুনন প্রতীক ৯. রজকী ১০. সূচী শিল্পী ১১. হাঁস–মুরগী পালন ১২. শুশ্রূষাকারী ১৩. সেলাই ১৪. কৃষি ১৫. স্যানিটেশন ১৬. ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (ও. আর টি).

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ পাইওনিয়ারিং কী? এর উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

উত্তর : পাইওনিয়ারিং স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং–এ হাইকিং করার সময় তাঁবুবাস কালে দড়ির বিভিন্ন গেরো সম্পর্কে জানা ও বাস্তবে প্রয়োগ করাকে পাইওনিয়ারিং বলে।

পাইওনিয়ারিং এর উদ্দেশ্য : পাইওনিয়ারিং এর উদ্দেশ্যসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. দড়ির বিভিন্ন অংশের নাম জানা ও চিহ্নিত করতে পারা।
২. দড়ির সাহায্যেও নিম্নলিখিত গোরোগুলো বাঁধতে এবং এগুলোর সঠিক ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারা– বোলাইন–অন–দি বাইট, ক্যাটস প, ডবল শিটবেন্ড, ফ্লিপারি শিটবেন্ড, ফায়ার ম্যান চেয়ার নট ইত্যাদি।
৩. সঠিক পেঁচের সাহায্যে চারটি লাঠি দিয়ে একটা পতাকা দন্ড তৈরি করতে পারা।
৪. সঠিক পেঁচের সাহায্যে একটা শিয়ার লেগ তৈরি করতে পারা।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ স্কোয়ার ল্যাশিংটি বর্ণনা কর।

উত্তর : একটি বাঁশের উপর আরেকটি বাঁশ আড়াআড়িভাবে রেখে শক্ত করে বাঁধার জন্য যে পেঁচ দেয়া হয়, তাকে স্কোয়ার ল্যাশিং বলে। একটি বাঁশ মাটির উপর খাড়াভাবে রেখে অপর একটি বাঁশের টুকরা ঐ বাঁশের উপর আড়াআড়ি রাখতে হবে। যে বাঁশটি খাড়াভাবে আছে সেটি হচ্ছে পোল এবং যে বাঁশটি আড়াআড়িভাবে রাখা হয়েছে, সেটি হচ্ছে বার। এবার পোল এবং বার যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখানে একটি বড়শি গেরো দিয়ে ঐ দড়ির চলমান অংশকে বারের উপর দিয়ে পোলকে পেছন দিক থেকে পেঁচিয়ে আবার বারের উপর রাখতে হবে। এভাবে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে ৮/১০ বার পোল এবং বারকে জড়িয়ে পেঁচ দিতে হবে। পোল পেঁচানোর সময় দড়ি পোলের নিচে এবং উপরের প্রথমে যে দুটি পেঁচ দেয়া হয়েছিল, পরবর্তী পেঁচগুলো দুটির মধ্যে দিতে হবে। যাতে আস্তে আস্তে পোলের এই অংশের ফাঁক বন্ধ হয়ে যায়। পোল এবং বার ৮/১০ বার পেঁচানো শেষ হলে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে পোল এবং বারের মাঝে যে দড়ি আছে তাকে শক্ত করে অন্ততপক্ষে ৩/৪ বার পেঁচাতে হবে। এই পেঁচানোকে ফ্রাপিং বলে। ফ্রাপিং যত শক্ত হবে ল্যাশিং তত মজবুত হবে। ফ্রাপিং দেয়া শেষ হলে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে বারে বড়শি গেরো দিয়ে বেঁধে লাশিং শেষ করতে হবে। এভাবে স্কোয়ার ল্যাশিং বাঁধতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ ল্যাশিং কী? ডায়াগোনাল ল্যাশিং–এর বর্ণনা দাও।

[বগুড়া জিলা স্কুল]

উত্তর : ল্যাশিং : দু–তিনটা বাঁশ বা কাঠকে একত্রে বাঁধার জন্য দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধাকে ল্যাশিং বলে। সাধারণত পুল, ঘর, মাচা, গ্যাজেট তৈরি ও গাছে ঠেকা দেয়ার সময় ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়।

ডায়াগোনাল ল্যাশিং : একটি দন্ডকে অপর একটি দন্ডের উপর কোনাকুনিভাবে বা গুণন চিহ্নের (×) মতো অবস্থায় রাখতে হবে। এভাবে রাখার ফলে দুটি দন্ড যেখানে একত্রিত হয়েছে, সেখানে একটি গাড়ি টানা গেরো দিতে হবে। দড়ির চলমান অংশের দিক পরিবর্তন করে বাইরের দিক দিয়ে দুই দন্ডকে একত্রে ৫/৭ বার পেঁচাতে হবে। এরপর যে দিক থেকে আগে পেঁচানো হয়েছে তার বিপরীত দিক থেকে দুই দন্ডকে একত্রিত করে আগের মতো ৫/৭ বার পেঁচ দিতে হবে। এভাবে দুই দিক দিয়ে পেঁচানো শেষ হলে দন্ডের মাঝে দড়ির যে অংশ আছে তাকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে শক্ত করে অন্ততপক্ষে ৩/৪ বার পেঁচ দিতে হবে। এই পেঁচ যত শক্ত হবে ল্যাশিং তত মজবুত হবে। ফ্রাপিং দেয়া শেষ হলে যে কোনো একটি দন্ডের সাথে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। এভাবে ডায়াগোনাল ল্যাশিং বাঁধতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং বাঁধার নিয়ম লেখ।

উত্তর : পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং : পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিংকে অনেকে শুধু শিয়ার ল্যাশিং বলে। দুটি বাঁশ বা কাঠকে একত্রে বাঁধার জন্য যে পেঁচ দেয়া হয়, তাকে পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং বলে। দুটি বাঁশ বা দন্ডকে একত্রে বেঁধে তাকে পায়া হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অথবা একটি বাঁশ বা দন্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের সাথে বেঁধে তাকে লম্বা করার জন্য এই ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। যখন দুটি বাঁশ বা দন্ডকে মাথার দিকে একত্রে বেঁধে তাকে পায়া হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে শিয়ার লেগ বলে। যখন একটি বাঁশ বা অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের সাথে একত্রে বেঁধে লম্বা করা হয় তখন তাকে পোল বলে। মূলত শিয়ার লেগ এবং পোল তৈরির জন্য একই ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। শিয়ার লেগ ও পোল করার জন্য একই ল্যাশিং ব্যবহার করা হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন : শিয়ার লেগ তৈরির জন্য ফ্রাপিং দিতে হয়। আর পোল তৈরির জন্য ফ্রাপিং দিতে হয় না।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ পোল তৈরির নিয়মাবলি বর্ণনা কর।

[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

উত্তর : পোল তৈরি : একটি দন্ডের মাথায় ২০ সে: মি: নিচে অপর একটি দন্ডের নিচের অংশ রেখে দন্ডকে আগের দন্ডের পাশাপাশি রেখে নিচে রাখা দন্ডটি, যেখানে ওপরের দন্ডের সাথে মিলিত হয়েছে, তার ৪/৫ সে. মি. ওপরে দুটি দন্ডকে একত্রিত করে সেখানে দড়ির স্থির অংশ দিয়ে বড়শি গেরো বাঁধতে হবে। বড়শি গেরো বাঁধার পর দড়ির স্থিরপ্রান্তের যে বাড়তি অংশ থেকে যাবে, তাকে দড়ির চলমান অংশের সাথে পেঁচিয়ে দিতে হবে। তারপর চলমান অংশ দিয়ে দুটি দন্ড একত্র করে নিচের দিক থেকে উপরের দিকে পেঁচ দিতে হবে। ৮/১০ বার পেঁচে দেওয়া হয়ে গেলে দন্ডকে একত্র করে বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। দুটি দন্ড যেখানে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে সেখানে আলাদা আলাদা ল্যাশিং দিলে সুবিধা হয় এবং বাঁধন খুব শক্ত হয়। দন্ড কোনো দিকে হেলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে পোল তৈরির জন্য পোল ল্যাশিং বাঁধতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ শিয়ার লেগ কীভাবে তৈরী করা যায়? বর্ণনা কর।

উত্তর : শিয়ার লেগ তৈরি : দুটি বাঁশ বা দন্ডের নিচের অংশ সমান্তরাল রেখায় রেখে দুটি দন্ডকে একত্রে করে ওপরের যে কোনো দন্ডে দড়ির স্থির প্রান্ত দিয়ে একটি বড়শি গেরো দিতে হবে। বড়শি গেরো দেয়ার পর দড়ির স্থিরপ্রান্তের বাড়তি অংশ থেকে যাবে, তাকে দড়ির চলমান অংশের সাথে পেঁচিয়ে দিতে হবে। এবার দড়ির চলমান অংশ দিয়ে দুটি দন্ডকে একত্রে করে পেঁচিয়ে নিচ থেকে উপরের দিকে যেতে হবে । লক্ষ রাখতে হবে যে দুটি দন্ডের সাথে পেঁচ দেয়ার সময় একটি দড়ির সাথে যেন আরেকটি দড়ি থাকে। ৮/১০ বার পেঁচ দেওয়া শেষ হলে দুই দন্ডের মাঝখানে দড়ির যে অংশ আছে তাকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে শক্ত করে অন্ততপক্ষে ৪/৫ বার পেঁচ দিতে হবে। দুই দন্ডের মাঝখানের দড়িকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে পেঁচানোকে ফ্রাপিং বলে। ফ্রাপিং যত মজবুত হবে ল্যাশিং তত শক্ত হবে। ফ্রাপিং দেয়া শেষ হলে প্রথমে যে দন্ডে বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শুরব করেছিল তার বিপরীতে দন্ডে বড়শি গেলো দিয়ে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। এভাবে শিয়ার লেগ তৈরি করা যায়।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ ফিগার অব এইট ল্যাশিংটি বর্ণনা কর।

[সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয় সুনামগঞ্জ]

উত্তর : ফিগার অব এইট ল্যাশিং হচ্ছে তিনটি দন্ডকে রশি দিয়ে বাঁধার বিশেষ পদ্ধতি। প্রথমে তিনটি দন্ডের নিচের অংশকে একই সমান্তরাল রেখায় রেখে দন্ড তিনটিকে একটির পাশে আরেকটি রাখতে হবে। দন্ড তিনটি এমনভাবে রাখতে হবে যাতে যে কোনো দুটি দন্ডকে বড়শি গেরো দিয়ে বাঁধা যায়। বড়শি গেরোর মাথা যেন অবশ্যই দন্ডের উপরে থাকে। বড়শি গেরো বাঁধার পর দড়ি স্থির প্রান্তের যে বাড়তি অংশ থাকে, তাকে দড়ির চলমান অংশকে একটি দন্ড বাদ দিয়ে পরবর্তী দন্ডকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কমপক্ষে ৫/৭ বার দড়ি পেঁচানো শেষ হলে যে দন্ডের সাথে প্রথম বড়শি গেরো বাঁধা হয়েছিল সে দন্ডের পার্শ্ববর্তী দন্ডের মাঝখানে দড়ির যে অংশ আছে সে দড়িকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে প্রথমে কমপক্ষে তিনবার পেঁচ দিতে হবে। পরবর্তীতে পাশের দুই দন্ডের মাঝখানে দড়ির যে অংশ আছে তাকে আবার আগের মতো করে পেঁচ দিতে হবে। এভাবে দড়ির উপর দড়ি দিয়ে পেঁচ দেয়াকে ফ্রাপিং বলে। ফ্রাপিং যত শক্ত হবে, ল্যাশিং তত মজবুত হবে। ফ্রাপিং দেয়া শেষ হলে বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। তিনটি দন্ড বা বাঁশকে একত্রে বেঁধে ট্রিপট তৈরি করার জন্য ফিগার অব এইট ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ রক্তপাতের প্রাথমিক চিকিৎসা বর্ণনা কর। [বগুড়া জিলা স্কুল]

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

উত্তর : শরীরের কোনো স্থানে আঘাতের ফলে বা কেটে গেলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং সেই ক্ষত হতে যে রক্ত বের হয়, তাকে রক্ত ক্ষরণ বা রক্তপাত বলে। বিভিন্নভাবে রক্তক্ষরণ হতে পারে যেমন : মুখ দিয়ে রক্ত পড়া, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে। নিচে রক্তপাতের প্রাথমিক চিকিৎসা বর্ণনা করা হলো :

রক্তপাতের প্রাথমিক চিকিৎসা :

১. রোগীকে বসানো ও শোয়ানো যায় এমন স্থানে স্থানান্তর করতে হবে। এতে রক্তপাত আপনা–আপনি কমে যাবে।
২. যে স্থান হতে রক্তপাত হচ্ছে, সে স্থান হৃৎপিন্ডের সমতার ওপর তুলে ধরলে রক্তপাত অনেকটা কমে যাবে।
৩. সামান্য কেটে গেলে ঐ স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে আপনা–আপনি রক্তপাত বন্ধ হয়।
৪. কাটা স্থানে বৃদ্ধাঙ্গুলির চাপ প্রয়োগ করলে অনেক সময় রক্তপাত বন্ধ হয়।
৫. আহত অঙ্গের নড়াচড়া বন্ধ করতে হবে।
৬. রক্তপাতের স্থানে বরফ ব্যবহার করতে হবে।
৭. রক্তপাত বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ দিতে হবে।
৮. ক্ষতস্থান পরিষ্কার কাপড় বা ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধতে হবে।
৯. তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে নিতে হবে।
১০. বেশি রক্তপাত হলে টুর্নিকেট ব্যবহার করতে হবে। টুনিকেট অর্থ হলো প্রাথমিক বাঁধনকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শক্ত করে তোলা। ক্ষতস্থান ঢিলা করে বেঁধে তার ভিতরে একটি কাঠি বা পেন্সিল ঢুকিয়ে দিয়ে

আস্তে আস্তে ঘুরালে বাঁধনটি ক্রমশ শক্ত হয়ে রক্তপাত বন্ধ হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ তড়িতাহিত ব্যক্তিকে কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়?

[খুলনা জিলা স্কুল]

উত্তর : অপরিকল্পিত ও অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার ফলে যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে তড়িতাহত হয়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে। ভেজা কাপড় বা গাছের সাথে বিদ্যুৎ প্রবাহের সংযোগের হলেও এরূ প দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

তড়িতাহত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা :

১. কারো শরীরে বিদ্যুতের তার জড়িয়ে গেলে বা কেউ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে সাথে সাথে মেইন সুইচ বন্ধ করে দিতে হবে।
২. কোনো কারণে সুইচ বন্ধ করতে না পারলে শুকনা কাঠ দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে ছাড়িয়ে দিতে হবে।
৩. কাঠ না পেলে শুকনা কাপড় হাতে জড়িয়ে ধাক্কা দিতে হবে কিন্তু খালি হাতে ধরা যাবে না।
৪. গায়ে পানি দেওয়া যাবে না।
৫. শ্বাসক্রিয়া না চললে কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালাতে হবে।
৬. তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে অথবা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ মচকে গেলে কীভাবে প্রাথমিক প্রতিবিধান করা যায়।

[জালালাবাদ ক্যান্টমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

উত্তর : প্রাথমিক প্রতিবিধান : প্রাথমিক প্রতিবিধান বা চিকিৎসা হচ্ছে হঠাৎ কোনো পীড়া বা দৈব দুর্ঘটনায় হাতের কাছের জিনিস দ্বারা রোগীকে প্রাথমিকভাবে সাহায্যে করা, যাতে ডাক্তার আসার আগে রোগীর অবস্থার অবনতি না ঘটে বা জটিলতা সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ যেকোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রথম শুশূ ষা এবং সংবিপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বা প্রতিবিধান বলা হয়।

মচকে গেলে প্রাথমিক প্রতিবিধান : হাতের সংযোগ স্থান সঞ্চালনের সময় হঠাৎ মচকে গেলে বা বেঁকে গেলে সংযোগ স্থান সংলগ্ন স্নায়ুতন্ত্রের ওপর টান পড়ে বা ছিঁড়ে গিয়ে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাকে মচকানো বলে। এরকম দুর্ঘটনা ঘটলে চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু সব সময় হাতের কাছে চিকিৎসক থাকে না বিধায় প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। কোনো কারণে হাত, পা বা শরীরের অন্য কোনো অংশ মচকে গেলে যে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া প্রয়োজন তা হলো :

১. আঘাতের সাথে সাথে ক্ষতস্থানে ঠান্ডা পানি বা বরফ লাগাতে হবে।
২. আহত স্থানটি নড়াচড়া করতে দেয়া যাবে না।
৩. মচকানো স্থানটি যথাসম্ভব আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হবে।
৪. আহত স্থানে হাড়ভাঙার ব্যান্ডেজ প্রয়োগ করতে হবে।
৫. ব্যান্ডেজ সব সময় ভিজা রাখতে হবে। সম্ভব হলে বরফ লাগবে।
৬. মাংসপেশি মচকে গেলে রোগীকে সহজ ও আরামদায়ক অবস্থায় শোয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে ডাক্তার বা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ কামড়, দংশন বা হুল ফোটা ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা বর্ণনা কর।

উত্তর : বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের কামড় থেকে সাবধান থাকতে হবে। কুকুর, নেকড়ে, শিয়াল, বেজি ও ছুঁচো এরা জলাতংক রোগের জীবাণু বহন করে। বিড়াল থেকে ডিপথেরিয়া রোগ হয়। বিছা, মৌমাছি ও ভীমরুলের কামড় মারাত্মক। দুর্ভাগ্যবশত এসব প্রাণী আক্রমণ করলে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করতে হবে।

১. কুকুর, বিড়াল, নেকড়ে, শিয়াল, বেজি ও ছুঁচো কামড়ালে সাথে সাথে আহত স্থানে কার্বলিক সাবান বা পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
২. বিছা, মৌমাছি ও ভীমরুল হুল ফুটিয়ে বিষ থলি থেকে হুলের পথে বিষ ঢেলে দেয়। অনেক সময় হুলটি ভেঙে গিয়ে দংশন স্থানে লেগে থাকে। যদি হুল ফুটে থাকে তবে ক্ষতের চারদিকে চাপ দিয়ে হুলটি বের করে নিতে হবে।
৩. সাপে কামড়ালে কামড়ের জায়গার উপরে কাপড় বা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে হবে। এর ফলে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হবে এবং বিষ ছড়াতে পারবে না। ধারালো ব্লেড দিয়ে আহত জায়গা একটু গভীর করে কেটে রক্ত বের করে ফেলতে হবে। অধিক সময় বেঁধে না রেখে যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে চিকিৎসকের নিকট বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ অজ্ঞান ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা বর্ণনা কর।[বরগুনা জিলা স্কুল]

উত্তর : দেহের স্নায়ুতন্ত্রের কাজের বিঘ্ন ঘটলে রোগীর জ্ঞান হারিয়ে যায়। এ অবস্থাকে অজ্ঞান বা অচেতন অবস্থা বলে। বিভিন্ন কারণে মানুষ অজ্ঞান হয় যেমন : রোগবশত, দুর্ঘটনাজনিত, বিষক্রিয়া জনিত এবং তাপের তারতম্যজনিত কারণে।

অজ্ঞান ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা :

১. রোগীকে ফাঁকা ও বায়ুপূর্ণ স্থানে নিয়ে যেতে হবে। অধিক লোক উপস্থিত থাকলে সরাতে হবে।
২. রোগীর জামা-কাপড়, জুতা, মোজা, কৃত্রিম দাঁত থাকলে খুলে নিতে হবে।
৩. রোগীকে চিৎ করে শুইয়ে পর্যবেক্ষণ করে কী করণীয় তা স্থির করতে হবে।
৪. রক্তক্ষরণ হলে তার প্রতিবিধান করতে হবে।
৫. কোনো উত্তেজক পানীয় বা খাদ্য খাওয়ানো যাবে না।
৬. বিষজনিত কারণে অজ্ঞান হলে রোগীকে উপুড় করে বুকের নিচে বালিশ দিয়ে শুইয়ে দিতে হবে। রোগীর দুটি পা হাঁটু হতে উপরের দিকে ভাঁজ করে দিতে হবে।
৭. জ্ঞান ফেরানোর জন্য মুখে পানির ঝাপটা দিতে হবে। গরম চা বা কফি খাওয়াতে হবে।
৮. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ চোখে কিছু পড়লে করণীয় বর্ণনা কর।

[সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]

উত্তর : চোখ মানুষের অমূল্য সম্পদ। নানা কারণে এই চোখ দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে। চোখে ধুলোবালি পড়তে পারে। কাজ করার সময় কিছু ছিটকে এসে চোখে বিঁধতে পারে। কোনো রাসায়নিক পদার্থ চোখে পড়তে পারে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

চোখে কিছু পড়লে করণীয় :

১. কখনই চোখ কচলানো যাবে না।
২. চোখে পানির ঝাপটা দিতে হবে।
৩. রোগীকে আলোর দিকে মুখ করে বসিয়ে আলতোভাবে চোখের দুটি পাতা খুলে দেখতে হবে। চোখে কোনো বস্তু লেগে থাকলে রুমালের কোণা ভিজিয়ে আলতোভাবে ব্রাশ করার মতো লাগিয়ে বস্তুটি তুলে নিতে হবে।
৪. রাসায়নিক কিছু চোখে পড়লে দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
৫. তাড়াতাড়ি ডাক্তার বা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।